২৭৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী গত জুলাই থেকে কার্যকর

সংবাদ : রাকিব উদ্দিন

| ঢাকা , বৃহস্পতিবার, ২৪ অক্টোবর ২০১৯

প্রায় ৯ বছর পর এমপিওভুক্ত হলো ২ হাজার ৭৩০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। যোগ্য প্রতিষ্ঠান না থাকায় ২৩টি উপজেলায় একটি প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্তি হয়নি। বিশেষ বিবেচনায় ২৩৫টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। মোট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নতুন এমপিওভুক্ত হয়েছে ১ হাজার ৩২৪টি প্রতিষ্ঠান। বাকি ১ হাজার ৪১৬টি প্রতিষ্ঠানের স্তর পরিবর্তন (নিম্ন মাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি স্তর এমপিওভুক্ত) হয়েছে। নতুন ২ হাজার ৭৩০টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির কারণে বছরে সরকারের খরচ বাড়বে প্রায় ৮৮২ কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল গণভবনে এক অনুষ্ঠানে নতুন এমপিওভুক্ত (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেন। গত ১ জুলাই (চলতি অর্থবছর) থেকেই এ সিদ্ধান্ত কাযকর হবে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রী দীপু মনি ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলও উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নীতিমালা করে সেটি যাচাই-বাছাই করে তালিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। ২ হাজার ৭৩০টি প্রতিষ্ঠানকে আমরা এমপিভুক্ত করেছি। তিনি বলেন, যারা এমপিওভুক্তি চান, তাদের ওই নির্দেশনাগুলো মানতে হবে। যাদের এমপিওভুক্ত করলাম, তাদের কাছেও আহ্বান থাকবেÑ নীতিমালা অনুযায়ী সব নির্দেশনা পূরণ করতে পেরেছেন বলেই এমপিওভুক্ত হয়েছেন। এটা ধরে রাখতে হবে। কেউ তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হলে এমপিও বাতিল হবে। এমপিওভুক্ত হয়ে গেছে, বেতন তো পাবই। তাহলে আর ক্লাস নেয়ার দরকার কী, পড়ানোর দরকার কীÑ এ চিন্তা করলে চলবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এমপিওভুক্ত যারা, তাদের টাকাটা ওই প্রতিষ্ঠান চলে যেত। তারপরও তাদের থেকে নালিশ আসত, তারা বেতন পান না। তখন আমরা ঠিক করি যার যার বেতন তার তার কাছে পৌঁছে দেব। এটা করে একটা সুবিধা হলো, দেখা গেল ৬০ হাজার ভুয়া শিক্ষক ছিল। তাদের নামে আগে টাকা যেত।

প্রধানমন্ত্রী হাওর-বাঁওড়, পাহাড় ও দুর্গম এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য আবাসিক স্কুল করে দেয়ার পরিকল্পনার কথাও জানান। তিনি কারিগরি শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, স্কুল পর্যায় থেকেই শিশুরা যেন কারিগরি শিক্ষা নিতে পারে। আমাদের ছোট ছোট শিশুর ভেতর অনেক মেধা

লুকিয়ে থাকে। তারা অনেক কিছু তৈরি করতে পারে। এটি বিকাশের জন্য একটা সুযোগ আমাদের করে দেয়া দরকার।

এমপিওভুক্তির তালিকা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তালিকায় আধিক্য পেয়েছে উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, যশোর ও পঞ্চগড় জেলা। অন্যদিকে হবিগঞ্জ জেলার ৯টি উপজেলায় কলেজ এমপিওভুক্ত হয়েছে মাত্র ৩টি (নবীগঞ্জ, বানিয়াচং ও শায়েস্তাগঞ্জ)। নোয়াখালী উপজেলায় কোন কলেজ এমপিওভুক্ত হয়নি। তবে এমপিওভুক্তির তালিকায় বিএনপি-জামায়াত নেতাদের প্রতিষ্ঠা করা অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিএনপি-জামায়াত নেতাদের সংশ্লিষ্ট থাকা বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার আলহাজ মিজানুর রহমান চৌধুরী কৃষি কলেজ এমপিওভুক্ত হয়েছে। এর প্রতিষ্ঠাতা মিজানুর রহমান জামায়াতের এমপি ছিলেন। সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার লতিফা চৌধুরী মহিলা কলেজ। লতিফা চৌধুরীর স্বামী বিএনপির সংসদ সদস্য ছিলেন।

একেবারে নতুন এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নি¤œ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্কুল ৪৩৯টি ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৯৬টি, মাদ্রাসা ৩৫৯টি, কৃষি কলেজ ৬২টি, স্বতন্ত্র ভোকেশনাল কলেজ ৪৮টি ও সংযুক্ত ভোকেশনাল কলেজ ১২৯টি, স্বতন্ত্র বিএম কলেজ ১৭৫টি ও সংযুক্ত বিএম কলেজ ১০৮টি।

স্তর অনুযায়ী এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান : নতুন এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের অধীন স্কুল ও কলেজ রয়েছে ১ হাজার ৬৫১টি। এর মধ্যে নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী) ৪৩৯টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় (ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী) ১০৮টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণী স্তরের প্রতিষ্ঠান ৮৮৭টি, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬৮টি, কলেজ (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) ৯৩টি ও ডিগ্রি কলেজ ৫৬টি। কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের অধীন মাদ্রাসা রয়েছে ৫৫৭টি। এর মধ্যে দাখিল স্তরের মাদ্রাসা ৩৫৭টি, আলিম স্তরের ১২৮টি, ফাজিল স্তরের ৪২টি ও কামিল স্তরের ২৯টি মাদ্রাসা রয়েছে। আর নতুন এমপিওভুক্ত হয়েছে ৫২২টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে কৃষি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ৬২টি, স্বতন্ত্র ও সংযুক্ত ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান ১৭৫টি, বিএম স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান ১৭৫টি ও বিএম সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ১০৮টি।

এমপিওভুক্ত হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা মাসে বেতনের মূল অংশ ও কিছু ভাতা পেয়ে থাকেন।

এর আগে ২০১০ সালে ১ হাজার ৬২৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছিল সরকার। এরপর দীর্ঘদিন এমপিওভুক্তি বন্ধ থাকায় আন্দোলন করে আসছিলেন শিক্ষক-কর্মচারীরা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে কয়েকটি শর্ত দিয়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা হবে বলে বাজেটের আগে

জানিয়েছিলেন তৎকালীন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। কিন্তু বাজেটে এ ব্যাপারে কোন ঘোষণা না থাকায় আমরণ অনশনে বসেন নন-এমপিও বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা। তাদের আন্দোলনের মধ্যে গত বছর ৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপিওভুক্তির কার্যক্রম দ্রুত শুরুর কথা জাতীয় সংসদে জানান।

গত জুন মাসে ২০১৯-২০ সালের বাজেট ঘোষণা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল জানান, দীর্ঘদিন পর এমপিওভুক্তির কার্যক্রম আবার শুরু হচ্ছে এবং নতুন বাজেটে এ জন্য বরাদ্দও রাখা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মোট ৮৯টি উপজেলা ও থানা থেকে একটি প্রতিষ্ঠানও এমপিওভুক্তির জন্য কাম্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক সামঞ্জস্যতা বিধানের জন্য এমপিও নীতিমালা ২০১৮-এ ২২ ধারা প্রয়োগ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে, শিক্ষা অনগ্রসর, ভৌগোলিকভাবে অসুবিধাজনক, পাহাড়ি, হাওর-বাঁওড়, চরাঞ্চল, নারী শিক্ষা, সামাজিকভাবে অনগ্রসর গোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় শর্ত শিথিল করা যেতে পারে। ৮৯টি উপজেলায় শিক্ষার্থী সংখ্যা ১০০ ও স্বীকৃতি মেয়াদ দুই বছর বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৫৮টি প্রতিষ্ঠান বাচাই করা হয়। বাকি ৩১টি উপজেলা থেকে কোন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য আবেদনই

করোন বলে বিবেচনা করতে পারোন। বিশেষ বিবেচনায় দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির পরও ২৩টি উপজেলায় কোন এমপিও পায়নি।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতায় প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ১৭৭টি উপজেলা থেকে একটি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য কাম্য যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক সামঞ্জস্যতা বিধানের জন্য এমপিও নীতিমালা ২০১৮-এ ২২ ও ৩৫/৩৬ ধারা প্রয়োগ করে শিক্ষা উপজেলা বা থানায় সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ৫৪টি কারিগরি ও ৪৫টি মাদ্রাসাকে প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া দেশের দুর্গম অঞ্চল হাওর-বাঁওড়, চরাঞ্চল, পাহাড়ি এলাকা ও উপকূলীয় এলাকার যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সংখ্যা ৫০০বা তদূর্ধ্ব এবং স্বীকৃতির মেয়াদ কমপক্ষে ২ বছর পূর্ণ হয়েছেÑ এমন ৫১টি প্রতিষ্ঠানকে নীতিমালা ২২ অনুযায়ী এমপিও দেয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ১ হাজার ৯৬৭টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে। এর মধ্যে ৪৩৯টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের ১০৮টি ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় (নবম থেকে ১০ শ্রেণী) ৮৮৭টি স্কুল এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এ স্তরে ১ হাজার ৭৩৯টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করেছিল। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় (একাদশ থেকে দ্বাদশ) ৩৩৬টি প্রতিষ্ঠান আবেদন করে। এর মধ্যে ৬৮টি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয়েছে। কলেজ (একাদশ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী) ৫৪৪টি প্রতিষ্ঠান

আবেদন করে। এর মধ্যে এমাপওভুক্ত হয়েছে ৯৩টি। ডিগ্রি কলেজ (স্নাতক প্রথম বর্ষ থেকে চতুর্থ বর্ষ) ৫৫৫টি কলেজ আবেদ করলেও ৫৬টি প্রতিষ্ঠান এমপিভুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ ৬০০ নতুন স্কুল ও কলেজ এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানের স্তর পরিবর্তন অর্থাৎ যেসব স্কুল নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের এমপিও ছিল, সেগুলো মাধ্যমিক (নবম ও দশম শ্রেণী) স্তর এমপিভুক্ত করা হয়েছে।

খরচ বাড়ল ৮৮২ কোটি টাকা : সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ১ হাজার ৬৫১টি স্কুল-কলেজ এমপিওভুক্ত করায় এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন বাবদ চলতি অর্থ বছরে ৪৫০ কোটি ৮৩ লাখ ৭৭ হাজার ৪৪০ টাকা দরকার হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের জন্য চলতি অর্থ বছরে এমপিও খাতে ৮৬৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। সব মিলিয়ে নতুন করে ৮৮১টি মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয়েছে। এ বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ১ হাজার ৭৯টি মাদ্রাসা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে চলতি অর্থ বছরে ৪৩১ কোটি ৩ লাখ ৮১ হাজার ৪২০ টাকা খরচ হবে। বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ আছে ২৮২ কোটি টাকা। অতিরিক্ত ১৪৯ কোটি ৩ লাখ ৮১হাজার ৪০০ টাকা দরকার হবে।

গত বছরের ৫ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রকৌশল বিদ্যালয় (বুয়েট) তৈরি করা বিশেষ সফটওয়্যারের মাধ্যমে এমপিওভুক্তির আবেদন নেয়া হয়। এমপিওভুক্তির নীতিমালা

২০১৮-এর ১৪ ধারা অনুযায়ী চারটি মানদ- প্রতিষ্ঠান যাছাই করা হয়। প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের বয়সে ২৫, শিক্ষার্থীর সংখ্যার ক্ষেত্রে ২৫, পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যায় ২৫ এবং পাসের হারে ২৫ করে মোট ১০০ নম্বরের গ্রেডিং করা হয়। সেখানে সর্বনি¤œ ৭০ নম্বর পাওয়া প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য যোগ্য বলে বলে তালিকা করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এমপিও নীতিমালা ২০১৮-এ এমপিওভুক্তির জন্য পাঁচটি স্তর নির্ধারণ করা হয়। তা হলো নিম্ন মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম), মাধ্যমিক (৯ম থেকে ১০ম), উচ্চ মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ থেকে ১২তম), কলেজ (১১তম থেকে ১২তম), ¯œাতক (পাস) তথা ডিগ্রি কলেজ (১১তম থেকে ১৫তম)। এমপিওভুক্তির জন্য মোট আবেদন জমা পড়েছিল ৬ হাজার ১৪১টি।